বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তার পরিচিতি
Commercial Banks

ইউনিট ১০

ভূমিকা

শহরের রাস্তায় হাটাহাটি করলে এমন কোন রাস্তা নেই যে যেখানে ব্যাংকের অফিস চোখে পড়বে না। এর প্রায় সবই বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ব্যাংক বলতে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বুঝানো হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের উৎপত্তি সুদূর প্রাচীন কালে। মূলত: মুনাফা অর্জনের জন্যই এই ব্যাংক পরিচালিত হয়। সৃষ্টির সূচনা পর্ব থেকে অদ্যাবধি বাণিজ্যিক ব্যাংক তার বিভিন্ন ধর্মী এবং কল্যাণকর কার্যক্রমের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণ সঞ্চার করে আসছে, গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

এই ইউনিট থেকে শিক্ষার্থীরা বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ, কার্যাবলী ও নীতিমালা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১ : বাণিজ্যিক ব্যাংক এর ধারণা ও উদ্দেশ্য
পাঠ-১০.২ : বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের উৎস
পাঠ-১০.৩ : বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয় ও ব্যয়
পাঠ-১০.৪ : বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

মূখ্য শব্দ	বাণিজ্যিক ব্যাংক, তহবিল, আয় ও ব্যয়, ব্যাংকের কার্যাবলী।

পাঠ-১০.১ বাণিজ্যিক ব্যাংক এর ধারণা ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

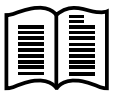

বাণিজ্যিক ব্যাংক এর ধারণা

বাণিজ্যিক স্বার্থে অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের জন্য যে সকল ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকেই বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। ব্যাংক বলতে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বুঝায়। বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দিয়েছেন।

কয়েকটি সংজ্ঞা নিচে দেয়া হলো : অধ্যাপক রোজার বলেছেন যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ এবং অর্থের মূল্য নিয়ে কারবার করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

অধ্যাপক এইচ এল হার্ট এর মতে, যে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম হলো জনগণের অর্থ জমা রাখা এবং যারা অর্থ জমা রেখেছে তাদের ইস্যুকৃত চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো-

ক) মুনাফা অর্জনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য;

খ) এক পক্ষের নিকট থেকে স্বল্প সুদে অর্থ সংগ্রহ করে;

গ) সংগৃহীত অর্থ বেশি সুদে অন্য পক্ষকে ঋণ প্রদান করে;

ঘ) জমা কারীদের অর্থ চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করে এবং

ঙ) এক পক্ষ থেকে অর্থ গ্রহণ এবং অপর পক্ষকে ঋণদানের মধ্যকার পার্থক্যই হলো তার মুনাফা।

মোট কথা বাণিজ্যিক ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বল্প সুদে এক পক্ষ থেকে টাকা গ্রহণ করে এবং বর্ধিত সুদে অপর পক্ষকে ঋণ প্রদান করে। এসকল কার্যাদির মাধ্যমে মুনাফা অর্জনই তার মূল লক্ষ্য। তাই বলা হয়, "বাণিজ্যিক ব্যাংক পরের ধনে পোদ্দারী করে।"

বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য

নিচে বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হল:

১) মুনাফা অর্জন : মুনাফা অর্জন করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। এ কারণেই এই ব্যাংকের নাম বাণিজ্যিক ব্যাংক। কম সুদের বিনিময়ে আমানত গ্রহণ করবে এবং বেশি সুদের বিনিময়ে টাকা খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করাই বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

২) উন্নয়নে অংশগ্রহণ : আমানতের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে দেশে উৎপাদন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখা ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

৩) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে কাজ করা : যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা নেই যেখানে এর পক্ষে কাজ করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

৪) সামাজিক অবদান : অর্জিত মুনাফার একটি অংশ সমাজ গঠনমূলক কাজে ব্যয় করা তাদের একটি উদ্দেশ্য। ব্যাংকের এই কাজকে CSR বা Corporate Social Responsibility নামে পরিচিত।

৫) মূলধন গঠন : সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগের জন্য ঋণ দেয়। দেশে মূলধন গঠনে সাহায্য করা এবং সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা সরকারের একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

৬) বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন : ব্যাংক অগ্রাধিকারযুক্ত খাতে অর্থায়ন করে সরকারের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে। এভাবে শিল্পায়ন তড়ান্বিত হয়।

৭) মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ : মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সাহায্য করা বাণিজ্যিকের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

৮) কর্মসংস্থান : শ্রমনির্ভর প্রযুক্তিতে অর্থায়ন করে ব্যাংক অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সরকারকে সাহায্য করে।

৯) গ্রাহকের অর্থের নিরাপত্তা : গ্রাহকের অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রীর নিরাপত্তা প্রদান করা ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য। আমাদের সমাজে নিজের কাছে বা বাসায় অনেক অর্থ, সোনা-গহনা বা অন্যান্য মূলবান সামগ্রী রাখা নিরাপদ নয়। এসব সামগ্রী নিরাপদে গচ্ছিত রাখা ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য। নিরাপদে অর্থ হস্তান্তর করাও ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

১০) উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা : গ্রাহককে ব্যবসায়িক ও আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

১১) প্রতিনিধি ও অছি : সেবার মূল্য গ্রহণের বিনিময়ে মক্কেলের পক্ষে প্রতিনিধি/অছি হিসাবে কাজ করা ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য। ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে কারবারি চুক্তিতে অংশগ্রহণ করে, বিনিময় বিলে সই করে, বাসাভাড়া সংগ্রহ করে।

১২) জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন : এটিএম মেশিন থেকে নগদ টাকা তোলা যায়। বর্তমানে সারা দেশে সব বড় শহরেই বিভিন্ন এলাকায় ২৪ ঘণ্টা বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সেবা ব্যবস্থা চালু আছে। তাছাড়া মোবাইল ব্যাংকিং ও ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা সহজ করা হয়েছে। ব্যাংকের এ পদক্ষেপ গ্রাহকের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি বাণিজ্যিক পর্যবেক্ষণ কর এবং এ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান যাচাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ:

এক কথায় বাণিজ্যিক স্বার্থে যে সকল ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকেই বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। মূলধন গঠন করে তা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং জীবনমানের উন্নয়ন করাও বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। সাধারনভাবে ব্যাংক বলতে কোনটিকে বুঝানো হয়?

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক　　খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ. কৃষি ব্যাংক　　ঘ. শিল্প ব্যাংক

২। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি?

ক. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা　　খ. মুনাফা অর্জন করা
গ. ঋণ প্রদান করা　　ঘ. সুদ প্রহণ করা

৩। কোন ব্যাংক জনগনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় গ্রহণ ও নিরাপত্তা প্রদান করে?

ক. সমবায় ব্যাংক　　খ. মার্চেন্ট ব্যাংক
গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক　　ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

পাঠ-১০.২ বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের উৎস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের উৎস ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের উৎস

বাণিজ্যিক ব্যাংক নানা উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে।

১) পরিশোধিত মূলধন : ব্যাংকের প্রাথমিক ও প্রধান উৎস হচ্ছে পরিশোধিত মূলধন। মালিকরা এ ধরনের মূলধন সরবরাহ করে।

২) সংরক্ষিত তহবিল : মুনাফার একটি অংশ বিনিয়োগের জন্য রেখে দেওয়া হয় এটিকে সংরক্ষিত তহবিল বলে। এটি ব্যাংক তহবিলের অন্যতম উৎস।

৩) আমানত : ব্যাংক আমানতকারীর কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করে সেটাই মূলত: ব্যাংকের তহবিলের সবচেয়ে বড় উৎস।

৪) ধার গ্রহণ : বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো হতে ঋণ নিতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন কোন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করে এ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান যাচাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ:

বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত বহিস্থ উৎস এবং কিছু অভ্যন্তরীণ উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। যেমন: ১. পরিশোধিত মূলধন, ২. সংরক্ষিত তহবিল, ৩. ধার গ্রহণ ও ৪. আমানত গ্রহণ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিল সংগ্রহের প্রাথমিক উৎস কোনটি?

ক. পরিশোধিত মূলধন　　খ. সংরক্ষিত মূলধন
গ. ঋণ মূলধন　　ঘ. আমানত গ্রহণ

২। অবণ্টিত মুনাফা কোন ধরনের উৎস?

ক. ঋণ মূলধন　　খ. পরিশোধিত মূলধন
গ. অভ্যন্তরীন মূলধন　　ঘ. সংরক্ষিত মূলধন

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূলধন সংগ্রহের বাহ্যিক উৎস কোনটি?

ক. পরিশোধিত মূলধন　　খ. সংরক্ষিত মূলধন
গ. আমানত গ্রহণ　　ঘ. ঋণ মূলধন

পাঠ-১০.৩ বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয় ও ব্যয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের উৎসসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের উৎসসমূহ

১) ঋণের সুদ : প্রদত্ব ঋণের বিপরীতে সুদ গ্রহণ করে থাকে, যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস।

২) বিনিয়োগ : বাণিজ্যিক ব্যাংক শেয়ারবাজারে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে থাকে।

৩) ব্যাংক ড্রাফট, ট্রাভেলারস চেক হতে প্রাপ্ত কমিশন : ব্যাংক ড্রাফট, ট্রাভেলারস চেক হতে কমিশন হিসাবে প্রচুর আয় করে থাকে।

৪) লকার ভাড়া : মূল্যবান দলিল, গহনা ইত্যাদির জন্য লকার সুবিধা প্রদান করে। যার বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংক সার্ভিস চার্জ আদায় করে থাকে।

৫) প্রতিনিধিত্ব : চেক বা বিলের অর্থ আদায় বা পরিশোধ ইত্যাদি প্রতিনিধিত্বমূলক কাজের জন্য ব্যাংক কমিশন আদায় করে আয় করতে পারে।

৬) শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে মধ্যস্থতা : শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে ব্যাংক আয় করে থাকে।

৭) আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য : বৈদেশিক বাণিজ্যে ও লেনদেন নিষ্পত্তিতে ভূমিকা পালন করে সার্ভিস চার্জ হিসাবেও বাণিজ্যিক ব্যাংক তার আয়ের একটি অংশ অর্জন করে থাকে।

৮) প্রত্যয়পত্র : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানিকারকদের প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit) ইস্যুর করে মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক কমিশন আয় করতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের খরচের খাত

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত খাতগুলোতে ব্যয় করে থাকে।

১) আমানতের উপর সুদ
২) কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রদত্ত ধারের উপর সুদ
৩) অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণের সুদ
৪) কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন-ভাতা ও বোনাস প্রদান
৫) পরিচালক ও ব্যবস্থাপকের ভাতা
৬) নিরীক্ষকের বিল
৭) অনাদায়ী ঋণের মামলা-মোকাদ্দমার খরচ
৮) অফিস ও গুদাম ঘরের ভাড়া
৯) শুল্ক ও কর
১০) বিমা প্রিমিয়াম

১১) যোগাযোগ খরচ
১২) বিজ্ঞাপন খরচ
১৩) কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ খরচ
১৪) আইসিটি ব্যবহারের খরচ

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক পর্যবেক্ষণ কওে আয় ও ব্যয় উৎস সমূহ চিহ্নিত করে এ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান যাচাই করে নাও।

সারসংক্ষেপঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের উৎসসমূহ হলোঃ ১. ঋণের সুদ, ২. বিনিয়োগ, ৩. বিল বাট্টাকরণ, ৪. ব্যাংক ড্রাফট, ৫. লকার ভাড়া, ৬. প্রতিনিধিত, ৭. শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে মধ্যস্থতা, ৮. বৈদেশিক বিনিময়, ৯. আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, ১০. প্রত্যয়পত্র ও ১১. অছি ইত্যাদি। এই আয় করার জন্য প্রতিটি ব্যাংকের একটি ব্যবস্থাপকীয় খরচ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। কিসের বিনিময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক Letter of Credit ইস্যু করে থাকে?

ক. কমিশন　　খ. সুদ
গ. মুনাফা　　ঘ. সার্ভিস চার্জ

২। বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস কী?

ক. কমিশন　　খ. ঋণের সুদ
গ. সার্ভিস চার্জ　　ঘ. বিল বাট্টাকরণ

৩। নিরীক্ষকের বিল বাণিজ্যিক ব্যাংকে কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

ক. তহবিলের উৎস　　খ. আয়ের উৎস
গ. খরচের খাত　　ঘ. কমশিন

৪। বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকের আমানতের উপর কী প্রদান করে?

ক. কমিশন　　খ. সার্ভিস চার্জ
গ. মুনাফা　　ঘ. সুদ

পাঠ-১০.৪ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

১) আমানত গ্রহণ : বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। এটা বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল কাজ।

২) ঋণ প্রদান : ঋণ প্রদান করা ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ ঋণ দিয়ে ব্যাংক একদিকে যেমন উৎপাদনমুখী কাজে সহায়তা করে, অন্যদিকে সে ঋণের উপর যে সুদ আদায় করে তা ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস।

৩) ঋণ আমানত সৃষ্টি : ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতাকে ঐ ব্যাংকের সাথে একটি হিসাবে জমা রাখে। সেই হিসাব থেকে উত্তোলন করে, সেটা ওই হিসাবে ডেবিট করা হয়। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে আমানতের সৃষ্টি করে।

৪) বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি : ব্যাংক চেক বিনিময় বিল, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। কারণ এ গুলোর মাধ্যমে লেনদেন করা যায়।

৫) মূলধন গঠন : জনগণের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সঞ্চয়গুলো আমানতের মাধ্যমে একত্রিত করে ব্যাংক মূলধন গঠন করে থাকে।

৬) আমদানি-রপ্তানি সাহায্য : বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে আমদানি রপ্তানি সাহায্য করা ব্যাংকগুলোর অন্যতম কাজ। আবার প্রত্যয় পত্র বা letter of credit (LC)-এর মাধ্যমে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারককে আমদানিকারকের পক্ষ থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করে।

৭) বিনিময় বিল : ব্যাংক মক্কেলের পক্ষে বাট্টার মাধ্যমে বিনিময় বিল, পরিবহন বিল ইত্যাদি ভাঙিয়ে থাকে।

৮) অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা : ব্যাংক একটি দেশের সার্বিক অর্থনীতি তথা শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন, যোগাযোগ, গৃহনির্মাণ, শিক্ষার ব্যাপক অগ্রগতিতে সাহায্য করে থাকে।

৯) অর্থ স্থানান্তর : ব্যাংক তার বিনিময় মাধ্যমের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে অর্থ স্থানান্তর করে থাকে।

১০) অর্থের নিরাপত্তা প্রদান : ব্যাংক জনগণের অর্থ জমা রাখার মাধ্যমে অর্থের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। এ ছাড়া গ্রাহক তার মূল্যবান সম্পদের দলিলপত্র, অলংকারাদি লকার সেবার মাধ্যমে ব্যাংকের কাছে জমা রাখে।

১১) পরামর্শ দান : মক্কেলদের অনুরোধে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক পরামর্শ দেওয়া ও তাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা যেমন: বাড়িভাড়া আদায় করাও ব্যাংকের কাজ।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক পর্যবেক্ষণ করে দেখ কোন ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন কওে এবং এ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান যাচাই করে নাও।

সারসংক্ষেপঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমনঃ **ক. প্রধান কার্যাবলিঃ ১**. আমানত গ্রহণ ও সুদ প্রদান, ২. ঋণ মঞ্জুর ও সুদ গ্রহণ, ৩. ঋণ আমানত সৃষ্টি, ৪. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি, ৫. মূলধন গঠন, ৬. নোট ইস্যু, ৭. অছি হিসাবে কাজ, ৮. আমদানি-রপ্তানি সাহায্য, ১০. সরকারের কোষাগার হিসাবে কাজ করে ও **১১**. বিনিময় বিল, পরিবহন বিল ভাঙানো ইত্যাদি। **খ. বিশেষ ও অন্য কার্যাবলিঃ ১**. মূলধন বিনিয়োগ, ২. অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা, ৩. অর্থ স্থানান্তর, ৪. অর্থের নিরাপত্তা প্রদান, ৫. পরামর্শ দান, ৬. কর্মসংস্থান, ৭. ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ৮. কৃষি উন্নয়ন, ৯. শিল্পোন্নয়ন ও ১০. আঞ্চলিক উন্নয়ন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ কী?

ক. আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদান　　ক. মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ

গ. মুনাফা অর্জন　　ঘ. সুদ প্রদান ও গ্রহণ

২। ধার করা অর্থের ধারক বলা হয় কোন প্রতিষ্ঠানকে?

ক. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে　　খ. বাণিজ্যিক ব্যাংককে

গ. সমবায় প্রতিষ্ঠানকে　　ঘ. মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রাহতদের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত প্রদানের ক্ষমতাকে কী বলা হয়?

ক. সুনাম　　খ. সেবা

গ. তারল্য ক্ষমতা　　ঘ. দক্ষতা

৪। নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়?

ক. ঋণ প্রদান　　খ. আমানত গ্রহণ

গ. সুদ প্রদান　　ঘ. নোট ইস্যু করা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে কী বুঝেন?

২। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিল সংগ্রহের প্রধান উৎসগুলো কোনটি?

৪। ব্যাংক কীভাবে অর্থের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে?

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের উৎস সমূহ ব্যাখা করুন।

২। বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কিসের প্রচলন করে? ব্যাখ্যা করুন।

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের মধ্যে কিসের প্রবণতা সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Question)

১. জনাব রায়হান একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক। তিনি তার ব্যাংকের গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসায়িক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সাধারনত জনাব রায়হানের ব্যাংকের মতো বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্র করেই আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

ক. লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যাংক কী ব্যবহার করে?
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান দু'টি কাজ বর্ণনা করুন।
গ. বানিজ্যিক ব্যাংক কী ধরনের সেবামূলক কাজ সম্পাদন করে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অবদান অপরিসীম" উক্তিটি উদ্দিপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. জনাব শিবলী সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক। তিনি তার প্রতিবেশী জনাব শামীম ও হাসানকে তাদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। জনাব হাসান একজন চালের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী এবং জনাব শামীমের চা উৎপাদন করেন এবং এ ব্যবসায়ের জন্য তার বড় অংকের ঋণের প্রয়োজন হয়। সে জন্যই তারা জনাব শিবলী এর শরণাপন্ন হন। তিনি বলেন যে, এভাবেই আমরা দেশের মানুষদেরকে সেবা প্রদান করে থাকি, জনগণের সেবাই তো আমাদের কাজ।

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কিভাবে আমানত সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করুন।
গ. জনাব শিবলী'র কার্যাবলি বিবেচনায় তিনি কোন ধরনের ব্যাংকের কর্মকর্তা? তা বর্ণনা করুন।
ঘ. 'জনগণের সেবা করাই মূলত আমাদের কাজ'- জনাব শিবলী'র এই উক্তিটি মূল্যায়ণ করুন।

৩. জনাব তাসনীম বর্তমান সমাজিক অবস্থার কথা চিন্তা-ভাবনা করে তার স্বর্ণালংকার ও মূল্যবান দলিলপত্র নিয়ে একটি ব্যাংকের নিকট যান এবং পরামর্শ গ্রহণ করেন। ব্যাংক তাকে যে পরামর্শ দেয় তিনি তা গ্রহণ করেন। তিনি জমি ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ নিয়ে উত্তরা যাওয়ার পথে ছিনতাইয়ের শিকার হন।

ক. ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকের সাথে ঋণগ্রহণের সময় কী খুলতে হয়?

খ. সংরক্ষিত তহবিল কী? বর্ণনা করুন।

গ. জনাব তাসনীম তার মূল্যবান স্বর্ণালংকার ও মূল্যবান দলিলপত্রের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. জনাব তাসনীমকে দুর্ঘটনাটি এড়াতে ব্যাংক কী অবদান রাখতে পারে? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ :	১. ক	২. খ	৩. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ :	১. ক	২. ঘ	৩. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ :	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ :	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ঘ